যাকাত

সঙ্ঘবদ্ধ দানে স্বাবলম্বী হচ্ছে হাজারো মানুষ

কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড

www.quantummethod.org.bd

বঞ্চিতের সেবায় সঙ্ঘবদ্ধ দান

পড়াশোনা ও মেধাবিকাশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে লামায় কোয়ান্টাম শিশুকাননে বেড়ে উঠছে সাত শতাধিক শিশু।

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজকে ক্রীড়াসামগ্রী ও সনদ প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ।

কোয়ান্টাম শিশুসদনে মেয়েশিশুরা বেড়ে উঠছে মমতার বন্ধনে।

সন্তানসম্ভবা মায়ের পুষ্টি, মেডিকেল চেক-আপ, ওষুধ ও সন্তান প্রসবের ৪০ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে, এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছেন ১,১০৯ জন মা ও শিশু।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকায় স্থাপিত হয়েছে শতাধিক টিউবওয়েল। বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় পরিচালিত হচ্ছে 'আশ্রয়মম'।

আপনার যাকাতে স্বাবলম্বী হচ্ছে এদের মতো হাজারো মানুষ

অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড থেকে। যশোরে পাঁচটি স্কুলের ৫৭ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি ও পরীক্ষা ফিস, মাসিক বেতনসহ যাবতীয় খরচ বহন করছে কোয়ান্টাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার জামজামি ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে ডেইরি ফার্ম।

খুলনার কানিজ সায়রাকে দেয়া সেলাই মেশিনে বাজারের ব্যাগ সেলাই করে চলছে পাঁচ জন নারীর সংসার।

আলমডাঙ্গার এমদাদুল হককে কিনে দেয়া হয় ফটোকপি মেশিন। এখন তিনি আরেকটি মেশিন কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মোরশেদ আলম মোবাইল সার্ভিসিং ও সিম কার্ডের দোকান করেছেন। আয়ের একটি অংশ প্রতিদিন তিনি দান করেন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে।

খুলনার কামরুজ্জামান শেখ বিনিয়োগ করেছেন কৃষিকাজে। সোনালি ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে মুখে আজ আনন্দের হাসি।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আজিজুর রহিম মিজু এখন বইয়ের দোকানের মালিক। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বলে তাকে আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না।

আপনার যাকাতে স্বাবলম্বী হচ্ছে এদের মতো হাজারো মানুষ

চা বিক্রেতা মো. বেলাল চা দোকানের পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন মৌসুমি ফলের দোকান।

ফাউন্ডেশনের দেয়া হুইল চেয়ারে বসে মেয়ের সহযোগিতায় সেলাই মেশিন চালাচ্ছেন খুলনার শহীদুল ইসলাম।

যশোরের মাসুদুর রহমান ওষুধের দোকানের মালিক হয়ে আজ স্বাবলম্বী।

ভাঙা মুদি দোকান থেকে সেমিপাকা দোকানে হাস্যোজ্জ্বল আবু সাঈদ।

যশোরের সুফিয়া খাতুন তার বুটিক ও টেইলরিং শপে কাজ করছেন স্বামীসহ চারজন বাকপ্রতিবন্ধীকে নিয়ে।

খুলনার খালিশপুরের আবুল হোসেন কাশেদ প্লাস্টিক সামগ্রীর দোকান চালাচ্ছেন।

জন্মান্ধ রনি ও রানাকে ছাগল কিনে দেয়া হয়। তাদেরকে একটি রিকশাও কিনে দেয়া হয়, সেটি এখন চালাচ্ছেন তাদের বাবা।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় দেয়া হয়েছে নতুন গৃহনির্মাণ ও গৃহ মেরামতে অর্থসাহায্য। টিনের নতুন ঘর পেয়ে মানুষের মুখে ফুটেছে হাসি। গৃহায়ণ প্রকল্পের আওতায় আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে উপকৃত হচ্ছে হাজারো মানুষ।

শারীরিক প্রতিবন্ধী রজব আলী গৃহসংস্কার ছাড়াও অর্থ বিনিয়োগ করেছেন একটি মুদি দোকানে।

আপনার যাকাতে স্বাবলম্বী হচ্ছে এদের মতো হাজারো মানুষ

স্বনির্ভরায়ণ কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লায় দুমাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণে প্রথম ব্যাচে ২৭ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ১৫টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। তাদের পরিবার এখন হয়ে উঠছে সচ্ছল। শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাদের সন্তানেরা।

পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব, বাস্তুভিটাহীন ও ঋণগ্রস্ত আব্দুল বারেককে ২০০৯ সালে একটি ট্রাক্টর দেয়া হয়। এর মাধ্যমে সারা বছরের খরচ মিটিয়ে এখন তার রয়েছে ৪০ হাজার টাকা মূল্যমানের একটি গরু এবং বাড়ি তৈরির জন্যে অর্থ ও জমি।

ফকিরহাটের হাসমত আলী মাছ চাষ করছেন।

বাগেরহাটের হুমায়ুন কবিরকে যাকাত ফান্ডের অর্থে কিনে দেয়া হয়েছে টেম্পু।

বরিশালের জাহাঙ্গীর কামালকে যাকাত ফান্ডের অর্থে কিনে দেয়া হয় ইজি বাইক।

লিবিয়া যুদ্ধে চাকরি ও সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফেরা অহিদুল ইসলাম মোটর সাইকেলে যাত্রী পরিবহন করে আজ স্বাবলম্বী।

যশোরের আব্দুস সবুর রিকশা চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করছেন।

স্বনির্ভরায়ণ কার্যক্রমের আওতায় ফাউন্ডেশনের কয়েকটি প্রকল্প

ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প–আম, কাঁঠাল, আনারস ও জলপাই এবং প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প–বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ও উন্নত জাতের ছাগল এবং ভেড়া।

যাকাত হিসাব ॥ একটি সাধারণ নমুনা পদ্ধতি

যাকাতদাতার নাম .... বছর ....

১. ব্যক্তিগত সম্পদ

মূল্যবান অলংকার : সোনা, রুপা ইত্যাদি (পরিমাণ/ মূল্য) .... = ...
ব্যাংকে জমা : ফিক্সড, সঞ্চয়ী, চলতি, ডিপিএস, বিশেষ জমা ইত্যাদি ...... = ...
শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি .... = ...
বৈদেশিক মুদ্রা, এফসি একাউন্ট, বন্ড, টিসি, নগদ (বিনিময় হারে = টাকা) = ...
জমাকৃত (পণ্য) মালামাল .... = ...
জামানত হিসেবে জমা (যা ফেরত পাওয়া যাবে), অগ্রিম .... = ...
পাওনা, ধার প্রদান, অগ্রিম ইত্যাদি .... = ...
হাতে নগদ .... = ...
অন্যান্য .... = ...

মোট =

বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি =

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ =

২. ব্যবসার হিসাব (একক মালিকানায়)

বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ .... = ...
প্রক্রিয়াধীন ও মজুদ কাঁচামাল, প্যাকিং সামগ্রী .... = ...
পাওনা ও বাকি বিক্রি .... = ...
জামানত ও অগ্রিম প্রদান .... = ...
ব্যাংকের জমা (সব ধরনের জমা) .... = ...
হাতে নগদ .... = ...
অন্যান্য .... = ...

মোট =

বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি =

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ =

৩. যৌথ মালিকানা/ অংশীদারি ব্যবসার হিসাব

বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ .... = ...
প্রক্রিয়াধীন ও মজুদ কাঁচামাল, প্যাকিং সামগ্রী .... = ...
পাওনা ও বাকি বিক্রি .... = ...
জামানত ও অগ্রিম প্রদান .... = ...
ব্যাংকের জমা (সব ধরনের জমা) .... = ...
হাতে নগদ .... = ...
অন্যান্য .... = ...

মোট =

বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি =

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ =

আপনার অংশ .... % হিসেবে মোট =

৪. শিল্প/ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত যাকাতযোগ্য সম্পদ মোট =

সর্বমোট যাকাতযোগ্য সম্পদ (১+২+৩+৪) =

যাকাত ২.৫০%

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিন
দারিদ্র বিমোচনে এগিয়ে আসুন

যাকাতযোগ্য সম্পদের সর্বমোট মূল্য হিসাব করে এর ওপর শতকরা আড়াই ভাগ অর্থ যাকাত দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। যাকাতের মূল লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন, সচ্ছল করে তোলা; যাতে আজকের যাকাত গ্রহীতা ভবিষ্যতে যাকাতদাতা হতে পারেন। তাই যাকাত ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। এ কারণে হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে আরবে যাকাত গ্রহণ করার কেউ ছিল না। তবে কোনো কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন না করলে সচেতন মানুষদেরকেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যাকাত সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে করতে হবে বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র বিমোচন। এ লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড।

যদি আপনি যাকাতদাতা হয়ে থাকেন, আপনাকে অভিনন্দন! আপনার যাকাতের অর্থ সাদরে গৃহীত হবে ফাউন্ডেশনে। সঙ্ঘবদ্ধ এ যাকাতের অর্থ ব্যয় হবে শরীয়ত নির্ধারিত খাতসমূহে, দুস্থ ও বঞ্চিতের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নে। আর শেষ বিচারের দিনে যখন প্রভু জিজ্ঞেস করবেন, 'সম্পদ কীভাবে ব্যয় করেছ', তখন আপনি বলতে পারবেন, 'হে প্রভু, মানব কল্যাণে বঞ্চিতের সেবায় আমি আমার সম্পদ ব্যয় করেছি'।

কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে দানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। প্রবাসী হলে বা দূরবর্তী স্থানে থাকলে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমেও যাকাতের অর্থ পাঠাতে পারেন।

বাংলাদেশের জন্যে– A/C # 3556-102-000044, *কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ।*

প্রবাসীদের জন্যে– SND A/C # 11731050003896, *প্রাইম ব্যাংক, মৌচাক শাখা, বাংলাদেশ।* SWIFT : PRBLBDDH013

[যাকাত দানের মানি রিসিট অনুগ্রহ করে কোয়ান্টাম দায়িত্বশীলের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন।]

আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০৯৬১৩-০০২০২৫, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৫৭৫৬, ৮৩৯১৩৯২, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

বনশ্রী : বাড়ি–২৩, রোড–১, ব্লক–এ, বনশ্রী আ/এ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬

শাহবাগ	: ৯৬১৪৬৪৪, ০১৭৫৭-৪৪৩৩২২	**চট্টগ্রাম**	: ০৩১-২৫৫২০০৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
বনানী	: ৯৮৭১৬৪২, ০১৯৭৯-০০৩০০০	**সিলেট**	: ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১৩-৩০১৫২২
ধানমণ্ডি	: ৯১১৬৫৫৭, ০১৮২২-৯৮৯৫৯৮	**রাজশাহী**	: ০৭২১-৮১২৪৯৪, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর	: ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪	**খুলনা**	: ০৪১-২৮৩৩৫২৮, ০১৭৪০-৯৩৯৯৯৯
যাত্রাবাড়ি	: ৭৫৫১৩৯৪, ০১৭৮৩-৫৯৮৫৫৮	**যশোর**	: ০৪২১-৫১৩৯৮, ০১৯১৭-৪১৯৩০১
কুমিল্লা	: ০৮১-৬১৩৮৩, ০১৭৪০-৯০৮৩৭৮	**বরিশাল**	: ০৪৩১-৬৪১৩৫, ০১৭৩৫-৪৩৪৬৭১

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ৮৩২২৯৮৭, ০১৭১৪-০১০৮৬৯

কোয়ান্টামম ॥ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, লামা : বোধিছড়া, কেয়াজুপাড়া, ডাক : সরই লামা, বান্দরবান-৩২৭৪। **ফোন :** ০১৭১৪-০৯৪২৭১